দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 16 JAN 2015
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

ছাত্র রাজনীতি লইয়া রাষ্ট্রপতির মর্মবেদনা

রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য মো. আবদুল হামিদ বলিয়াছেন যে, গত শতকের ষাটের দশকে তাহারা যখন ছাত্ররাজনীতি করিতেন, তখন তাহাদের সকলেরই একটা আদর্শ ছিল। সেই আদর্শটি হইল দেশ ও জনগণের কল্যাণ সাধন। সেইখানে ব্যক্তি স্বার্থের কোনো স্থান ছিল না। সময়ের পরিক্রমায় ছাত্ররাজনীতি শুধু যে আদর্শচ্যুত হইয়াছে তাহাই নহে, অনেক ক্ষেত্রে তাহা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থনির্ভর হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াও তিনি অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। বর্তমান ছাত্ররাজনীতির এই বিচ্যুতি যে রাষ্ট্রপতিকে গভীরভাবে বেদনাহত করে— তাহাও তিনি অকপটে স্বীকার করিয়াছেন গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৯তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে। রাষ্ট্রপতির এই মর্মবেদনা যে অযথার্থ নহে—তাহা এই দেশের ছাত্ররাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ ধারণা রাখেন এমন ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন। রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ স্বয়ং ছাত্ররাজনীতির যে সোনালী অতীতের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন, সেই রাজনীতি শুধু যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো অবিসংবাদিত নেতার জন্ম দিয়াছে তাহাই নহে, একই সাথে আনিয়া দিয়াছে দেশের স্বাধীনতাও— যাহা বাঙালির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম অর্জন হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে। বস্তুত অতুলনীয় আদর্শ এবং সেই আদর্শের জন্য অভূতপূর্ব আত্মত্যাগের শক্তিই সেইদিন তাহাদের অপ্রতিরোধ্য করিয়া তুলিয়াছিল।

ছাত্ররাজনীতির এই যে বিচ্যুতি, তাহা যেমন কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাইবে না, তেমনি ঢালাওভাবে ছাত্রদের উপর ইহার দায় চাপাইবারও অবকাশ নাই বলিলেই চলে। কেন এই বিচ্যুতি— তাহা লইয়া আলোচনা-সমালোচনা চলিয়া আসিতেছে দীর্ঘদিন যাবৎ। অন্যদিকে, গত কয়েক দশক যাবৎ ছাত্ররাজনীতির নামে যাহা চলিয়া আসিতেছে—তাহাতে সাধারণ মানুষ এতটাই বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিও উঠিয়াছে বিভিন্ন সময়ে। তবে একটি বিষয়ে সকলেই একমত যে, দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি হইতে ছাত্ররাজনীতিকে আলাদা করিয়া দেখিবার কোনো অবকাশ নাই। আশার কথা হইল, রাষ্ট্রপতিও মাথাব্যথার জন্য মাথা কাটিয়া ফেলিবার মতো হঠকারী চিকিৎসাপদ্ধতির পক্ষপাতী নহেন। বরং তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, ছাত্ররাজনীতি অনেক বরেণ্য রাজনীতিকের জন্ম দিয়াছে। নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য এখনও যে ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজন রহিয়াছে— তাহাও বলিয়াছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। তবে সেই রাজনীতিকে অবশ্যই আদর্শনিষ্ঠ ও জনকল্যাণমুখী হইতে হইবে। একই সঙ্গে নেতৃত্বের বিকাশ ও ধারাবাহিক নেতৃত্ব তৈরির পথকে বাধামুক্ত করার আহ্বানও জানাইয়াছেন তিনি। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ পরামর্শ সন্দেহ নাই। তবে সমস্যা হইল, দীর্ঘ অগণতান্ত্রিক শাসনের প্রভাবে আমাদের সমাজ ও রাজনীতির সর্বাঙ্গে আদর্শ ও নীতিহীনতার যে ব্যথা বা ব্যাধি ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহার স্থায়ী উপশম ব্যতিরেকে ছাত্ররাজনীতির হৃত গৌরব ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।